যুগান্তর

5 MAY 2017

মাদ্রাসা বোর্ড

পাসের হার-জিপিএ-৫ এ ধস

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষার ফলাফলে গত বছরের তুলনায় এবার পাসের হার এবং জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। এ বোর্ডের অধীনে চলতি বছর দাখিল পরীক্ষায় ২ লাখ ৫৩ হাজার ৩৪৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৫১ জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৬১০ জন। পাসের হার শতকরা ৭৬ দশমিক ২০ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এ ফল প্রকাশ করেছে মাদ্রাসা বোর্ড।

গত বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালের দাখিল পরীক্ষার সঙ্গে এবারের ফল তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, চলতি বছর দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী বেড়েছে ৭ হাজার ৮ জন। তবে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও পাসের হার ও জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কমেছে। গত বছর পরীক্ষায় অংশ নেয় ২ লাখ ৪৬ হাজার ৩৩৬ জন। এবার অংশ নেয় ২ লাখ ৫৩ হাজার ৩৪৪ জন। এবার পাস করেছে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৫১ জন, যা গত বছর ছিল ২ লাখ ১৭ হাজার ৩১৪ জন। গত বছরের তুলনায় এবার ২৪ হাজার ২৬৩ জন কম পাস করেছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে আসার প্রভাব পড়েছে সামষ্টিক ফলাফলে। এ বছর পাসের হার ৭৬ দশমিক ২০ ■ পৃষ্ঠা ২১ : কলাম ১

পাসের হার-জিপিএ-৫ এ ধস

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শতাংশ, যা গত বছর ছিল ৮৮ দশমিক ২২ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় এবার পাসের হার কমেছে ১২ দশমিক ০২ শতাংশ। এবার জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমেছে। চলতি বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৬১০ জন, যা গত বছরের তুলনায় ৩ হাজার ২৮৫ জন কম। গত বছর এ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৫ হাজার ৮৯৫ শিক্ষার্থী।

মাদ্রাসা বোর্ড প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, সাধারণ (মানবিক), বিজ্ঞান, মুজাব্বিদ ও হিফজুল কোরআন— এ চার শাখায় পরীক্ষায় অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা। তিন শাখাতেই ছাত্রীদের তুলনায় ছাত্ররা ভালো ফল অর্জন করেছে। হিফজুল কোরআনে দু'জন অংশ নিয়ে পাস করেনি কেউই। এবারের পরীক্ষায় অংশ নেয়া ১ লাখ ২৯ হাজার ৪১৫ ছাত্রের মধ্যে পাস করেছে ৯৯ হাজার ৮৮৮ জন, যা শতকরা ৭৭ দশমিক ১৮ শতাংশ। অপরদিকে ১ লাখ ২৩ হাজার ৯২৯ ছাত্রীর মধ্যে পাস করেছে ৯৩ হাজার ১৬৩ জন, যা শতকরা ৭৫ দশমিক ১৭ শতাংশ। এতে আরও দেখা গেছে, সাধারণ (মানবিক) বিভাগ থেকে ২ লাখ ১৪ হাজার ৭০৮ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছে ১ লাখ ৫৯ হাজার ৬৪৪ জন। পাসের হার ৭৪ দশমিক ৩৫ শতাংশ। বিজ্ঞান বিভাগে অংশ নেয়া ৩৮ হাজার ৪৮৪ জনের মধ্যে পাস করেছে ৩৩ হাজার ৩০৯ জন, যা শতকরা ৮৬ দশমিক ৫৫ ভাগ। মুজাব্বিদ বিভাগ থেকে ১৫০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে, যা শতকরা ৬৫ দশমিক ৩৩ ভাগ।

পরীক্ষার ফলে আরও দেখা গেছে, জিপিএ-৫ পাওয়া ২ হাজার ৬১০ জনের মধ্যে ১ হাজার ৮০৬ জন ছাত্র এবং ৮০৪ জন ছাত্রী। জিপিএ-৪ থেকে ৫ পর্যন্ত পেয়েছে ৫৭ হাজার ৩৮৪ জন, যা শতকরা ২২ দশমিক ৬৫ ভাগ। এদের মধ্যে ছাত্র ২৮ হাজার ৯১৩ জন ও ছাত্রী ২৮ হাজার ৪৭১ জন। জিপিএ-৩.৫ থেকে ৪ পর্যন্ত পেয়েছে ৬৭ হাজার ২৩৭ জন, যা শতকরা ২৬ দশমিক ৫৪ ভাগ। এদের মধ্যে ছাত্র ৩৪ হাজার ২০৪ জন এবং ছাত্রী ৩৩ হাজার ৩৩ জন। এছাড়া জিপিএ-৩ থেকে ৩.৫ পর্যন্ত পেয়েছে ৪৫ হাজার ৬৯৬ শিক্ষার্থী, যা শতকরা ১৮ দশমিক ০৪ ভাগ। এর মধ্যে ছাত্র ২৪ হাজার ১৯৫ জন ও ছাত্রী ২১ হাজার ৫০১ জন। জিপিএ-২ থেকে ৩ পেয়েছে ১৯ হাজার ৬৯৬ জন, যা শতকরা ৭ দশমিক ৭৭ ভাগ। এর মধ্যে ছাত্র ১০ হাজার ৫৪৭ জন ও ছাত্রী ৯ হাজার ১৪৯ জন। জিপিএ-১ থেকে ২ পেয়েছে ৪২৮ জন, যা শতকরা শূন্য দশমিক ১৭ শতাংশ। এর মধ্যে ছাত্র ২২৩ ও ছাত্রী ২০৫ জন।